বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
জনসংযোগ শাখা
পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর পদচিহ্ন (Foot-step of Bangabandhu)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কাজে ভ্রমণ করেছেন এরকম ১০০টি গন্তব্যের তালিকা

ক্রম	স্মৃতিবিজড়িত স্থান	সময়কাল	উদ্দেশ্য/কর্মকান্ড	তথ্যসূত্র.
১.	গিমাডাঙ্গা টুঙিপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২৭-১৯২৯	১৯২৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের লেখাপড়া শুরু হয়েছে এম. ই. স্কুলে (বর্তমান গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)। তৎকালে এটিই ছিল ওই এলাকার একমাত্র ইংরেজি স্কুল। শেখ মুজিবের ছোট দাদা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে লেখাপড়া করেন শেখ মুজিব। স্কুলটি বর্তমানে গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত।	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৮।
২.	মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুল	১৯৩৩-১৯৩৬	১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুলের ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৩৭ সালে নদী ভাঙনের পর স্থানান্তরিত হয় ইসলামিয়া হাই স্কুল। বর্তমানে স্কুলের কাঠামো আছে, কিন্তু স্কুল হিসাবে তা ব্যবহার হচ্ছে না।	বাংলানিইজ২৪.কম, ১৭ মার্চ ২০২০ (অনলাইন ভিজিট ২২ এপ্রিল ২০২১)
৩.	গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল (বর্তমানে সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ)	১৯৩৮	১৯৩৮ সালে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ যান। এ উপলক্ষ্যে সভা ও এক্সিবিশন আয়োজন করা হয়। সভা শেষে এক্সিবিশন উদ্বোধনের পর এ কে ফজলুল হক পাবলিক হল দেখতে যান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল দেখতে যান। শেখ মুজিবুর রহমান তখন মিশন স্কুলের ছাত্র, তিনি সোহরাওয়ার্দীকে সংবর্ধনা দেন। ওই সময় তাঁদের পরিচয় হয়। সোহরাওয়ার্দী তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে নেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে চিঠি লিখেন। (*গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের জায়গায় ১৯৫০ সালে কায়েদে আযম জিন্নাহ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলেজটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ।*)	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১০ ও ১১।
৪.	ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ (বর্তমানে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)	৯ নভেম্বর ১৯৪৫	১৯৪৫ সালের ৯ নভেম্বর ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণে শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় অতুল ঘোষ, অশিত দত্ত, মুহাম্মদ জাহিদ ও অমরন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দেন এবং কলকাতায় ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 339 ||

৫.	২৭ কে এম দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা	১৯৪৭	১৯৪৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ইসলামিয়া কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধিকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তাঁর বাসায় দাওয়াত করেন। খুলনার একরামুল হকসহ আরও ৬-৭ জনকে নিয়ে ফজলুল হকের বাসায় যান শেখ মুজিব। ফজলুল হকের সঙ্গে এই বৈঠকে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। এর আগে ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জে শেরে বাংলার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা ও কথা হয়েছিল।	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৩৬।
৬.	আমতলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৮ জানুয়ারি ১৯৪৮	ভাষা আন্দোলন ও বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্রদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে 'জুলুম প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি 'জুলুম প্রতিরোধ' কমিটির উদ্যোগে হরতাল, মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ আয়োজন করা হয়। 'ছাত্র সমাজের ওপর দমননীতির স্টিমরোলার' শিরোনামে একটি ইশতেহারও প্রকাশ করা হয়। এ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনের অংশ) ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নইমউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা করেন। সভায় ছাত্রদের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে এক মাসের সময় দেওয়া হয়।	এম আব্দুল আলীম, ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব কতিপয় দলিল, আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৫
৭.	ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২ মার্চ ১৯৪৮	দেশভাগের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু সেই দাবি নাকচ করা হয় এবং উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে জানানো হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ সভা ও আন্দোলন শুরু করেন। ভাষা আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে আয়োজিত সর্বদলীয় সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১১ মার্চ ধর্মঘট ও 'দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়।	এম আব্দুল আলীম, ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব কতিপয় দলিল, আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৯ || শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৯২ ||
৮.	গোপালগঞ্জ কোর্ট মসজিদ প্রাঙ্গণ, গোপালগঞ্জ	৩ মার্চ ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ৩ মার্চ গোপালগঞ্জ কোর্ট মসজিদ প্রাঙ্গণে ভাষা-বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়নুল আবেদিন সরদার। প্রায় ৪০০ লোক এ সভায় অংশ নেন। সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ওপর জোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 48.

৯.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা	৯ মার্চ ১৯৪৯	১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দুই শতাধিক ছাত্র এবং প্রায় ১৫০ জন কর্মচারীকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের লাইব্রেরির সামনে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের দুর্দশা লাঘবে তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে না ফেরার ঘোষণা দেন তিনি।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume: 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 109
১০.	১ নম্বর গেট, ইডেন বিল্ডিং বাংলাদেশ) সচিবালয়)	১১ মার্চ ১৯৪৮	পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু সেই দাবি প্রত্যাহার করা হয় এবং উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে জানানো হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু করে। ভাষা আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সর্বদলীয় সভায় ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করা হয়। ওই সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১১ মার্চ ‘বাংলা ভাষা দাবি দিবস’ ও সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সহকর্মীদের সঙ্গে ধর্মঘট পালনকালে ইডেন বিল্ডিংয়ের (বর্তমান সচিবালয়) সামনে থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৯১-৯৩ || এম আব্দুল আলীম, ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব: কতিপয় দলিল, আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৫।
১১.	গোপালগঞ্জ টাউন মাঠ বর্তমান শেখ মনি) (স্টেডিয়াম	৭ মে ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ৭ মে শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে গোপালগঞ্জ টাউন মাঠে (বর্তমান শেখ মনি স্টেডিয়াম) একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় তিনি খাদ্য ও বস্ত্র সংকটের জন্য দেশের তৎকালীন মন্ত্রী ও এমপিদের দায়ী করেন। এ ছাড়াও অনতিবিলম্বে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর দাবি করেন তিনি।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume: 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 66
১২.	নারায়ণগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, নারায়ণগঞ্জ	১৭ মে ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ১৭ মে নারায়ণগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির সামনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এখানে শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য নেতারা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে নেতাদের ত্যাগ, খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব, গরিবদের ওপর করের বোঝা, দুর্নীতি, অবিচার এবং মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অদক্ষতার ওপর শেখ মুজিবুর রহমান আলোকপাত করেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 17.
১৩.	শেরপুর জি.কে. স্কুল মাঠ, শেরপুর	২৮ মে ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ২৮ মে শেরপুরের জি. কে. স্কুল মাঠে মুসলিম লীগের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, খন্দকার আব্দুল হামিদ, জহিরুদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য নেতা বক্তব্য রাখেন। এ সভায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয়।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers,

				Page 20.
১৪.	নরসিংদী ঈদগাহ ময়দান (বর্তমানে ঈদগাহ মাঠ)	১ জুন ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ১ জুন দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মুসলিম লীগ বিরোধী দলগুলোর উদ্যোগে নরসিংদী ঈদগাহ ময়দানে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান জমিদারি প্রথা, গরিবদের ওপর আরোপিত কর, শিক্ষা, দুর্নীতি ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের স্বল্প বেতন নিয়ে কথা বলেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Vol-1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 24.
১৫.	শেখ বাড়ি, টুঙ্গিপাড়া	২৬ জুন ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ২৬ জুন শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ বাড়িতে গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জমিদারি প্রথা বন্ধ, তৎকালীন স্থানীয় এমএলএ শামসুদ্দিনের পদত্যাগ, জহিরুদ্দিনের নিঃশর্ত মুক্তি ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বেতন কমানোর দাবির প্রস্তাবনা পাস হয়।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 34-35.
১৬.	বাগেরহাট পি.সি. কলেজ, বাগেরহাট	২ ডিসেম্বর ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ২ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান খুলনার বাগেরহাট পি. সি. কলেজ প্রাঙ্গণে এক সভায় যোগ দেন এবং তৎকালীন সরকারের খাদ্যনীতি বিষয়ে সমালোচনা করেন। সেই সভায় আরও অনেক ছাত্রনেতা বক্তব্য দেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 53
১৭.	কৃষ্ণনগর হাইস্কুল, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৯৪৮	১৯৪৮ সালের শেষ দিকে তৎকালীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নবীনগর থানার কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের ফটক উদ্বোধনের জন্য রফিকুল হোসেন এক সভার আয়োজন করেন। সেখানে তখনকার ফুড ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল এন.এম. খান সিএসপি উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান সেই সভায় বক্তৃতা রাখেন। এন.এম. খানকে উদ্দেশ করে তিনি দাওয়ালদের (ধান কাটা শ্রমিক) নানা অসুবিধা ও অবস্থা তুলে ধরেন। সেই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন আহম্মদ গান গেয়েছিলেন।	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১১০-১১১

১৮.	পাটগাতি স্টেশন)) (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল বোট ল্যান্ডিং), টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	১৯৪৮	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে জনসভা করতে বরিশালে অবস্থানকালীন শেখ মুজিবুর রহমান ভগ্নিপতি আবদুর রবের মাধ্যমে খবর পান তাঁর বাবা গুরুতর অসুস্থ। তখনই তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুমতি নিয়ে বরিশাল থেকে রওনা দিয়ে স্টিমারে করে পাটগাতি স্টেশনে পৌঁছান। এই স্টেশনটি তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্টেশনের মাস্টার ও অন্যদের কাছে বাবার অসুস্থতা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। পরে মালপত্র স্টেশন মাস্টারের কাছে রেখে হেঁটেই বাড়ির দিকে রওনা দেন।	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৮৬
১৯.	খুলনা মিউনিসিপ্যাল	২৮ জানুয়ারি ১৯৪৯	১৯৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি খুলনার এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে এবং ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লার প্রায় ৩৫০ জন কৃষকের সমাবেশে যোগ দেন। তিনি তাদের নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাঙলোয় যান এবং ধানকাটার মজুরি বাবদ পাওয়া ধান নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে যাওয়ার পারমিট দাবি করেন। গোয়েন্দা প্রতিবেদন], প্রথম খণ্ড	কৃষকের জন্য বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন, অজয় দাশগুপ্ত, ১৪ নভেম্বর ২০২০, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ওয়েবসাইট www.albd.org/bn/articles/news3512
২০.	১৫০ মোগলটুলী, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, ঢাকা	৪ এপ্রিল ১৯৪৯	গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের এক সভায় ড. সাদানীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন শেখ মুজিবুর রহমান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 351
২১.	ভিসির বাসভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৮-১৯ এপ্রিল ১৯৪৯	১৯৪৯ সালের ১৮ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ভিসির বাসভবনের উদ্দেশে ক্যাম্পাসে মিছিল করেন এবং ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। পরবর্তী সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাত্রদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তাঁরা সে আদেশ অমান্য করেন এবং ১৯ এপ্রিল Cr.P.C. ৫৪ ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 1, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 126.
২২.	ফরিদপুর কারাগার, মুজিব সড়ক, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	১৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২	১৯৫১ সালের শেষ দিকে ফরিদপুর কারাগারে থাকাকালীন শেখ মুজিবুর রহমানের চোখে ও হার্টে সমস্যা দেখা দেয়। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে এবং এক মাস পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মুক্তি না দেওয়া হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশনের পরিকল্পনা করেন তিনি। পরে তাঁকে হাসপাতাল থেকে প্রথমে ঢাকা কারাগারে এবং সেখান থেকে ফরিদপুরের কারাগারে নেওয়া হয়। সেখানে ১৬	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০৬

			ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন শেখ মুজিব ও মহিউদ্দীন। ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তির আদেশ এলে শেখ মুজিব অনশন ভাঙেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান।	
২৩.	৭১ রাধিকা মোহন বসাক লেন, ঢাকা	২৬ জুন ১৯৫২	১৯৫২ সালের ২৬ জুন শেখ মুজিবুর রহমান ৭১ রাধিকা মোহন বসাক লেনে দলীয় নেতা আব্দুল রাজ্জাক ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের দলীয় কার্যাবলী বিষয়ে নির্দেশনা দেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 4, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 111
২৪-২৫	হোটেল তাজমহল এবং দিনাজপুর ইনস্টিটিউট	১৭ আগস্ট ১৯৫২	১৯৫২ সালে ১৬ আগস্ট রংপুর সফর ও জনসভা শেষে ১৭ আগস্ট রংপুরের কিছু কর্মী নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিনাজপুরের ট্রেনে ওঠেন সকাল ৮.৩০ মিনিটে। ১০টা নাগাদই তারা দিনাজপুর পৌঁছে যান। তিনি উঠেন তাজমহল হোটেলে। দিনাজপুরের তাজমহল হোটেলটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে। হোটেল তাজমহলে বিশ্রাম শেষে বঙ্গবন্ধু বিকাল ৫.৫০-এ মিটিং করেন দিনাজপুর ইনস্টিটিউটে। এখানে আনুমানিক ৫০০ লোকের সমাগম হয়েছিল। এখানেও শেখ মুজিব আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'আমরা পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছিলাম, পাকিস্তান পেয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতা মানে শুধু ক্ষমতার হাতবদল না। এর মানে জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি, যা আমরা পাই নাই। পাকিস্তানে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে' (পৃষ্ঠা-৩২৩)। রাত ৯টায় তারা তাজমহল হোটেলে ফিরে আসেন এবং ১০টায় বগুড়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন।	ড. আতিউর রহমান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, আমাদের সময়, ২৪ জুন ২০২০
২৬.	বগুড়া এ্যাডওয়ার্ড পার্ক	১৮ আগস্ট ১৯৫২	বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের ১৭ আগস্ট দিনাজপুরে জনসভা ও সফর শেষ করে রাত ১০টায় বগুড়ার উদ্দ্যেশে রওনা দেন। তিনি পরের দিস ১৮ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় দলবল নিয়ে বগুড়া এসে পৌঁছান। স্টেশনে তাদের স্বাগত জানান বগুড়ার আওয়ামী মুসলীম লীগের কর্মী, নেতৃবৃন্দ। বগুড়ার আওয়ামী মুসলীম লীগের কর্মী-নেতা আলীমুদ্দিন মুক্তিয়ারে বাড়িতে তারা ওঠেন। বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে তারা এ্যাডওয়ার্ড পার্কে একটি সভা ডাকেন। সভার সভাপতি ছিলেন আলীমুদ্দিন মুক্তিয়ার। আনুমানিক পাঁচ হাজার মানুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ করে শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'নেতারা ওয়াদা করেছিলেন বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার। কিন্তু কোথাও এর নজির দেখলাম না। শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা আইনের আওতায় ভালো ভালো অধ্যাপকদের আটক করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গরিব ছাত্রদের ওপর	ড. আতিউর রহমান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, আমাদের সময়, ২৪ জুন ২০২০

			চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্যাক্সের বোঝা আর ধনী লোকদের ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয়েছে নানান সুবিধা। মন্ত্রী ও বড় অফিসারদের ছেলেমেয়েদের জন্য ৭ লাখ রুপি ব্যয়ে স্কুল নির্মিত হয়েছে'। এখানেও তিনি পাটের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং ভবিষ্যৎ কার্যবিবরণী ঠিক করে দেন। সভা থেকে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান রাত ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ঘরে বসে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মিটিং করেন। তখন সেখানে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।	
২৭.	পাবনা শিবরামপুর	২০ আগস্ট ১৯৫২	১৯৫২ সালের ২০ আগস্ট বিকাল ৪টায় শেখ মুজিবুর রহমান দলবল নিয়ে পাবনা রওনা হন জনসভার উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছান রাত সাড়ে ৮টায়। ওঠেন গিয়ে মাজহারুল হকের শিবরামপুরের বাড়িতে। এর পর আব্দুস সবুর ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাড়িতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাক্ষাৎ করেন। মনসুর আলীর সভাপতিত্বে পাবনা টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আরও ছিলেন আতাউর রহমান, কামারুজ্জামান, আবুল হুসাইন, মাহমুদুল হক ও আবদুল মুকিম তালুকদার। এ জনসভায় প্রায় ৪০ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।	ড. আতিউর রহমান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, আমাদের সময়, ২৪ জুন ২০২০
২৮.	পল্টন ময়দান, ডি আই টি এভিনিউ রোড, ঢাকা	নভেম্বর ১৯৫২	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর শেখ মুজিবুর রহমান পল্টন ময়দানে জনসভার ডাক দেন। তখন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা কারাবন্দি ছিলেন। তাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রতিষ্ঠা, বন্দিমুক্তি ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পল্টন ময়দানে জনসভা করা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান।	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ২৩৪
২৯.	গোবিন্দ চরণ পার্ক (বর্তমানে হাসান মার্কেট), বন্দর বাজার, সিলেট	১৫ ডিসেম্বর ১৯৫২	১৯৫২ সালের ১৫ ডিসেম্বর সিলেটের গোবিন্দচরণ পার্কে যুবলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আসদ্দর আলীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন এবং কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যের সঠিক দাম না পাওয়ায় সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 4, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 129
৩০.	পুরাতন রেলস্টেশন বর্তমান ফুলবাড়িয়া বাস) (টার্মিনাল, ঢাকা	১০ জানুয়ারি, ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান রাত ১০টা ৮ মিনিটে ঢাকা রেলস্টেশনে এসে পৌঁছান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ভ্রমণে আসলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে শেখ মুজিব নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা আসেন। ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি স্টেশন ত্যাগ করেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 17

৩১.	প্যারামাউন্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড, টিকাটুলী, ঢাকা	১১ জানুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ১১ জানুয়ারি বেলা ১২টা ৩০ মিনিট হতে ১২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান ৯ হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেসে ছিলেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 21
৩২.	খোশমহল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, নবাবপুর রোড, বংশাল, ঢাকা	১১ জানুয়ারি ১৯৫৩	শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালের ১১ জানুয়ারি তাঁর দৈনিক কার্যক্রম শেষ করার পর রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে খোশমহল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেতে যান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 25
৩৩.	হাটহাজারী এইচ ই স্কুল মাঠ (বর্তমানে পার্বতী মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	১৪ জানুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ১৪ জানুয়ারি জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এইচ. ই. স্কুল মাঠে বিকেল ৪টায় এক জনসভার আয়োজন করা হয়। বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলা এই সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নেতারা বক্তব্য রাখেন। এই সভায় মুসলিম লীগের প্রতি নিন্দা জানানো এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতাকে তিরস্কার করা হয়। বক্তারা জনসাধারণকে আওয়ামী মুসলিম লীগের ছত্রচ্ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং একযোগে তৎকালীন সরকারের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা আরও আহ্বান জানান, জনগণ যেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অবিলম্বে কারামুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়। কারাগারে মওলানা ভাসানীর মানবেতর জীবন-যাপন এবং তাঁর চিকিৎসায় সরকারের অবহেলার কথাও প্রকাশ করা হয়।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume: 3 (1953), Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 28-29
৩৪.	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম (বর্তমানে সাতকানিয়া সরকারি কলেজ)	১৫ জানুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ১৫ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে সাতকানিয়া উপজেলায় বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনতে প্রায় ৩০০০ মানুষ উপস্থিত হয়। শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে জনগণকে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। এ ছাড়া তিনি সরকারের জাতীয় নীতি ও বি.পি.সি. রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা করেন এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করেন। এ ছাড়া সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও জানান তিনি।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume: 3 (1953), Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 29-30

৩৫.	গাইবান্ধা রেলওয়ে স্টেশন, গাইবান্ধা	২০ জানুয়ারি ১৯৫৩	পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান জনসভায় অংশ নিতে ১৯৫৩ সালের ১৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা রেলস্টেশন থেকে গাইবান্ধায় রওনা করেন। তাঁরা ২০ জানুয়ারি বেলা ১২টায় গাইবান্ধা রেলস্টেশনে পৌঁছান। সেখানে আবুল হোসেইন, মতিউর রহমান, ফজলুর রহমানসহ প্রায় ৮০০ নেতা-কর্মী রেলস্টেশনে তাঁদের সংবর্ধনা জানান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume: 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 38-39
৩৬.	আলতাফুন্নেসা পার্ক, আলতাফুন্নেসা লেন, বগুড়া সদর, বগুড়া	২৪ জানুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ২৪ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান বগুড়ার আলতাফুন্নেসা পার্কে এক বিশাল জনসভায় অংশ নেন। শেখ মুজিব এই সভায় মুসলিম লীগ সরকারের জাতীয় নীতি এবং ঢাকায় ভাষা আন্দোলনে ও করাচিতে ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 50-51
৩৭.	সান্তাহার, বগুড়া	২৫ জানুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ২৫ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান সান্তাহারের জনসভায় অংশ নেন। শেখ মুজিব এই সভায় দেশীয় পণ্যের ওপর সরকারের অত্যধিক কর আরোপের সমালোচনা করেন। তাছাড়া ঢাকায় ভাষা আন্দোলনে ও করাচিতে ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণের ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা জানান এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে নিরাপত্তা আইন, লবণ নীতিমালা, শিক্ষা, পাট, তামাক, সুপারি, দেশীয় পণ্যে অতিরিক্ত করারোপ ও কালোবাজারিদের প্রতি সরকারের নমনীয়তার কঠোর সমালোচনা করেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 51, 52
৩৮.	ঈশ্বরদী মোটর স্ট্যান্ড, পাবনা	২৮ জানুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ২৮ জানুয়ারি বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে ঈশ্বরদী মোটর স্ট্যান্ডে প্রায় ৯০০ মানুষের সমাগমে এক সভা আয়োজিত হয়। সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। সভায় সরকারের জাতীয় নীতিমালা ও কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করা হয়। তাঁদের মুক্তির দাবিতে একদিন সারা দেশে কালো পতাকা উত্তোলনের ঘোষণাও দেওয়া হয়।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 55
৩৯.	লাহিড়ী মোহনপুর রেলস্টেশন, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ এবং	২৯ জানুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ২৯ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান ঈশ্বরদী থেকে জনসভা করতে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে রওনা করেন। পথিমধ্যে লাহিড়ী মোহনপুরের স্টেশনে সাধারণ জনতা ও ছাত্রজনতা ‘হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 58

৪০.	সলপ রেলওয়ে স্টেশন, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	২৯ জানুয়ারি ১৯৫৩	এই দিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান ঈশ্বরদী থেকে জনসভা করতে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে রওনা করেন। সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পথে সলপ রেলওয়ে স্টেশনে তাঁদেরকে সাধারণ জনতা ও ছাত্রজনতা অভ্যর্থনা জানান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 58
৪১.	আরমানিটোলা ময়দান, আরমানিটোলা রোড, ঢাকা	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে আরমানিটোলায় আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন, ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে ওই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এ ছাড়া তিনি B.P.C. রিপোর্টের সমালোচনা করেন। এরপর তিনি মওলানা আবদুল হামিদ ভাসানীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। এমনকি তিনি সরকারকে এ জন্য ৩ মাস সময় বেঁধে দেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 68
৪২.	২৫ সোয়ারীঘাট (আতাউর রহমানের বাসস্থান), গাবতলী-সদরঘাট রোড, ঢাকা	১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৫ সোয়ারীঘাটে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠক হয়। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে মূলত ১৯৫৩ সালের প্রথম শহিদ দিবস পালনের জন্য তহবিল ও বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 4, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 100
৪৩.	১৬ জয়নাগ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা (আলী আমজাদের বাসায়)	১৯ জানুয়ারি ১৯৫৩	পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৫৩ সালের ১৯ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহাকে নিয়ে বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে আলী আমজাদ খানের বাসায় যান। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন আলী আমজাদের বাসায় অবস্থান করছিলেন। মূলত তাঁর সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যক্রম নিয়ে আলাপ করতেই ওই বাসায় যান মুজিব। পরে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুজ্জোহা ও কামরুজ্জামানকে নিয়ে আলী আমজাদের বাসা থেকে বের হয়ে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume: 3 (1953), Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 35

৪৪.	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, সেক্রেটারিয়েট রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ঢাকা	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলনে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আওয়ামী মুসিলীম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এই শহিদ দিবস পালনে অংশ নিয়ে প্রভাতফেরির নেতৃত্ব দেন। তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদের সঙ্গে শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে ভাষা শহিদদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।	বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত ওয়েবসাইট (http://mujib100.gov.bd/) সার্চ: ৭ জুলাই ২০২১
৪৫.	গভর্নমেন্ট হাউজ রোড, মতিঝিল, ঢাকা	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রথমবারের মতো ‘শহিদ দিবস’ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেদিনের প্রভাতফেরি ও মিছিলের নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব ও আবদুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী। বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের মিছিলে প্রায় ১৫-২০ হাজার সাধারণ জনতা অংশ নেয়। শেখ মুজিবুর রহমান মিছিলটি নিয়ে নবাবপুর রোডের উদ্দেশে ফুলার রোড, বকশীবাজার রোড, ময়মনসিংহ রোড হয়ে গভর্নমেন্ট হাউজ রোডে প্রবেশ করেন। কালো পতাকা, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড বহনকারী মিছিলটি ‘নাজিম-নুরু ভাই ভাই, একই দড়িতে ফাঁসি চাই’, ‘লীগ স্টেট ধ্বংস হোক’ প্রভৃতি স্লোগান ধ্বনি তুলে সামনে এগিয়ে যায়।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 124-125
৪৬.	ভিক্টোরিয়া পার্ক বাসস্ট্যান্ড, জনসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা	২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩	পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ১০ মিনিটে তাঁর বাসস্থান থেকে কাজী গোলাম মাহবুবসহ ভিক্টোরিয়া পার্কের দিকে রওনা করেন এবং ১১টা ২৫ মিনিটে ভিক্টোরিয়া পার্ক বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছান। ভিক্টোরিয়া পার্ক বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক নামে পরিচিত। বাহাদুর শাহ পার্ক মানচিত্রে যুক্ত করা হয়েছে।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 125
৪৭.	ঢাকা বার লাইব্রেরি, কোর্ট হাউজ স্ট্রিট, রায়সাহেব বাজার রোড, ঢাকা	১৯ মার্চ ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ১৯ মার্চ দুপুর ২টা ২০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান ৭১ রাধিকা মোহন বসাক লেনের নিজ বাসা থেকে বার লাইব্রেরির উদ্দেশে রওনা হন। দুপুর ২টা ২৫ মিনিট থেকে ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত তিনি বার লাইব্রেরিতে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে ১৮ কারকুন বাড়ি লেনে যান। সেখানে ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে ২টা ৩৫ মিনিট থেকে ২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করে পুনরায় বার লাইব্রেরিতে ফিরে যান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers.

৪৮.	মিল্লাত অফিস, ১৫০ মোগলটুলী, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, ঢাকা	২৫ মার্চ, ১৯৫৩	পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৫৩ সালের ২৫ মার্চ বেলা ১টা ৪০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান মিল্লাত অফিসে যান। সেখানে তিনি বেলা ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করেন। এর আগে তিনি সকাল ৮টায় রাধিকা মোহন বসাক লেনের নিজ বাসা থেকে বের হয়ে ১৮ কারকুন বাড়ি লেনে ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে যান। সেখান থেকে তিনি ২০ উমেশ দত্ত রোড হয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে যান। মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে বার লাইব্রেরি হয়ে মিল্লাত অফিসের উদ্দেশে রওনা হন। দেশভাগের পর কলকাতায় অবস্থিত সাপ্তাহিক মিল্লাতের প্রেস ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে স্থানান্তর করা হয়। ১৫০ মোগলটুলীতে এখন বহুতল ভবন করা হয়েছে।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 139
৪৯.	অরনেট এয়ার অফিস, দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকা	২৬ মার্চ ১৯৫৩	পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৫৩ সালের ২৬ মার্চ সকাল ১০টা ৫ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান অরনেট এয়ার অফিসে যান। সেখানে তিনি ১০টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করেন। এর আগে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে তিনি রাধিকা মোহন বসাক লেনের নিজ বাসা থেকে ঢাকা জিপিও অফিসের উদ্দেশে বের হন। সেখান থেকে তিনি ১ মিন্টো রোডে শাহ আজগর আলীর বাসা হয়ে পাসপোর্ট অফিসে যান। সকাল ৯টা ৫০ মিনিট থেকে ১০টা পর্যন্ত তিনি পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি অরনেট এয়ার অফিসে যান।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 140
৫০.	১৬ জয়নাগ রোড, বকশী বাজার, ঢাকা (আনোয়ারা খাতুনের বাড়ি)	২৮ মার্চ ১৯৫৩	১৯৫৩ সালের ২৮ মার্চ রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান কাজী গোলাম মাহবুবকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ জয়নাগ রোডে অবস্থিত আনোয়ারা খাতুনের (এমএলএ) বাসায় যান। সেখানে তাঁরা রাত ১১টা পর্যন্ত অবস্থান করেন। পরে সেখান থেকে তাঁরা রাতের খাবার খেতে বেরিয়ে পড়েন। এর আগে বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে তিনি রাধিকা মোহন বসাক লেনের নিজ বাসা থেকে বের হয়ে ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে যান। সেখান থেকে কাজী গোলাম মাহবুবকে সঙ্গে নিয়ে ৯ হাটখোলা রোডে অবস্থিত প্যারামাউন্ট প্রেস অফিসে যান। সেখান থেকেই আনোয়ারা খাতুনের বাসায় যান। উল্লেখ্য, আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮) একজন বাঙালি ভাষা সৈনিক ও নারী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজী গোলাম মাহবুব ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যমত সক্রিয় কর্মী।	Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume 3, Edited by Sheikh Hasina, Hakkani Publishers, Page 143
৫১.	চাঁদপুরে বঙ্গবন্ধু	সেপ্টেম্বর ১৯৫৩	১৯৫৩ সালে সেপ্টম্বর মাসে জনাব এ কে ফজলুল হক এডভোকেট জেনারেলের পদ থেকে পদত্যাগ করে মুসলীম লীগে যোগদান করেন। মুসলীম লীগের মধ্যে তখন কোন্দল শুরু হয়েছিল ভীষণভাবে। মোহন মিয়া সাহেব নূরুল আমিন সাহেবরে বিরুদ্ধে গ্রুপ সৃষ্টি করেন এবং হক সাহেবকে মুসলীম লীগের সভাপতি করতে চেষ্টা করে পরাজিত হন। কার্জন হলে দুই	শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ: ২৪৪

			গ্রুপের মধ্যে বেদম মারপিটও হয়। নূরুল আমিন সাহেবরে দলই জয়লাভ করে, ফলে মোহন মিয়া ও তাঁর দলবল লীগ থেকে বিতাড়িত হলেন। এরপর বঙ্গবন্ধু ফজলুল হক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে অনুরোধ করলাম। চাঁদপুরে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় হক সাহেব যোগদানও করলেন। সেখাসে তিনি ঘোষণা করলেন,"যাঁরা চুরি করবেন তাঁরা মুসলীম লীগে থাকুন, আর যাঁরা ভালো কাজ করতে চান তারা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন।" আমাকে ধরে জনসভায় বললেন, "মুজিব যা বলে তা আপনার শুনুন। আমি বেশ বক্তৃতা করতে পারব না, বুড়ো মানুষ । এ বক্তৃতা খবরের কাগজেও উঠেছিল।	
৫২.	ময়মনসিংহের অলকা টকিজ সিনেমা হল	১৪ নভেম্বর ১৯৫৩	বঙ্গবন্ধু ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ময়মনসিংহে এসেছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছিলেন আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ময়মনসিংহের শামসুল হক, বঙ্গবন্ধু সে নির্বাচনের প্রচারকাজে যোগ দিতে যাবার সময় কারারুদ্ধ হন; তা নইলে হয়তো সেবারই হতো তাঁর ময়মনসিংহে প্রথম পদার্পণ। ১৯৫৪এর নির্বাচনের - সূচনা হয়েছিল ময়মনসিংহের মাটিতে, সেখানে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন; আমরা সবাই জানি। এভাবেই ময়মনসিংহের মাটি ও মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর নিবিড় সখ্য। ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। প্রধানত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরের পর, ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহ শহরের প্রধান সড়ক রামবাবু রোডের 'অলকা টকিজ'-এ আয়োজিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগের জাতীয় কাউন্সিল। এ কাউন্সিলে জহুর আহমেদ চৌধুরীর প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।	শেখ মুজিবের জন্মভূমি এবং জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার, কাগজ প্রতিবেদক, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৭ মার্চ ২০২০, এবং অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ: ২৪৪
৫৩.	দিনাজপুরের গৌর-ই-শহীদ মাঠ	ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪	১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমান দিনাজপুরে আসেন যুক্তফ্রন্ট নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে। ফ্রন্টের পক্ষে দিনাজপুরের ঐতিহাসিক গোরে শহীদ ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবসহ অনেক নেতা বক্তব্য রাখেন। নেতারা তাদের বক্তৃতায় বাঙালি জাতির সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। জনসভা শেষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি গরুর গাড়ির বহর নিয়ে দিনাজপুর শহর প্রদক্ষিণ করেন। এটা ছিল তাদের নির্বাচনী প্রচারনার অভিনব কৌশল। শহর প্রদক্ষিণের সময় শত শত লোক তাদের সাথে ছিলেন। তাদেরকে বহন করা গরুর গাড়িটি	দৈনিক জনতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬, আজহারুল আজাদ জুয়েল (সাংবাদিক), দিনাজপুর বঙ্গবন্ধু (উপসম্পাদকীয়) http://www.djanata.com/index.php?ref=MjBfMDlfMTdfMTZfMV80XzFfMTU4NzA1

			দিনাজপুরের ব্যবসায়ী ছগন লাল লোহিয়ার ছিল।	
৫৪.	চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দান	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬	ঐতিহাসিক লালদিঘি মাঠে বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা কর্মসূচির বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক জনসভার মাধ্যমে ঘোষণা করেন বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমান।	দৈনিক প্রথম আলো, লালদীঘিঃ মুখর অতীতের স্মৃতি ও ছয়দফা, ওমর কায়সার,২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৫৫.	চট্টগ্রামস্থ সদরঘাটের হোটেল শাহজাহান	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬	ঐতিহাসিক লালদিঘি মাঠে বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা কর্মসূচির জনসভার মাধ্যমে ঘোষণা শেষে এ হোটেল বঙ্গবন্ধু রাত্রিযাপন করেন	চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সঙ্গীরা, মুহাম্মদ শামসুল হক, সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী, প্রকাশক: ইতিহাসের খসড়া, প্রথম প্রকাশ ২০২০ , পৃ: ২৯
৫৬.	নীলফামারীর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	২৩ অক্টোবর ১৯৬৯	নীলফামারীর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জনসভা (দলীয় প্রচারণা)	ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৫৭.	নীলফামারী চড়াইখোলার ফকির পাড়া জামে মসজিদ	২৩ অক্টোবর ১৯৬৯	নীলফামারীর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জনসভা করার জন্য ঢাকা থেকে মাইক্রোবাসে করে আসার পথে চড়াইখোলা ইউনিয়নের পশ্চিম কুচিয়ার মোড় ফকির পাড়া গ্রামে একটি কুঁড়েঘরের মসজিদে এই মসজিদে সফরসঙ্গীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু নামাজ আদায় করেন। পরর্তীতে এই মসজিদের নাম শেখ মুজিবুর রহমান জামে মসজিদ নামকরণ করা হয়।	ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৫৮.	বিয়ানীবাজার সদর পোষ্ট অফিস মোড়	মে ১৯৬৯	ছয়দফা দাবিতে যখন সারাদেশ উত্তাল তখন বঙ্গবন্ধু আসেন বিয়ানীবাজারে। ১৯৬৯ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধু যখন সারা দেশ সফর করছিলেন তখন তিনি বিয়ানীবাজারে আসেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু বিয়ানীবাজার সদর পোষ্ট অফিস মোড়ে জনসভায় ভাষন দেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন- বিয়ানীবাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমার মনে হচ্ছে এটি যেন বাংলার কাশ্মীর।	মানচিত্রে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু - সিলেটে বঙ্গবন্ধু, গোবিন্দরায় সুমন, সিলেটের জনপদ, ১৫ আগস্ট ২০১৯, www.sylhetjanapad.tv ভিজিট: ২১ মার্চ ২০২১
৫৯.	হবিগঞ্জের মাধবপুরের ডাকবাংলা	মে ১৯৬৯	১৯৬৯ সালে মে মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভ করার পর বঙ্গবন্ধু সারাদেশে গনসংযোগ করার উদ্দেশ্যে সড়কপথে ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে হবিগঞ্জের মাধবপুরে যাত্রাবিরতি করেন। তখন মাধবপুর ডাকবাংলায় কিছুক্ষন তিনি বিশ্রাম নেন। তারপর তাঁর বিশেষ পরিচিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, মাওলানা আসাদ আলী ও আন্দিউড়া নিবাসী দুলাল চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে কিছুসময় মতবিনিময় করেন।	মানচিত্রে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু - সিলেটে বঙ্গবন্ধু, গোবিন্দরায় সুমন, সিলেটের জনপদ, ১৫ আগস্ট ২০১৯, www.sylhetjanapad.tv ভিজিট: ২১ মার্চ ২০২১
৬০.	চৌমুহনা টাউন দেওয়ানি জামে মসজিদ	মে ১৯৬৯	চৌমুহনা টাউন দেওয়ানি জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় শেষে বিকেল আড়াইটার সময় স্থানীয় জনমিলন কেন্দ্রে মতবিনিময় ও পরিচিতি সভায় যোগ দেন।	মানচিত্রে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু - সিলেটে বঙ্গবন্ধু, গোবিন্দরায় সুমন,

				সিলেটের জনপদ, ১৫ আগস্ট ২০১৯, www.sylhetjanapad.tv ভিজিট: ২১ মার্চ ২০২১
৬১.	শ্রীমঙ্গলে বঙ্গবন্ধু (আব্দুল আলী সাহেবের বাসায়)	মে ১৯৬৯	১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করার পর সারাদেশে গণসংযোগ করেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু আবার আসেন শ্রীমঙ্গলে। বঙ্গবন্ধু আগমনের খবর শুনে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় ভিড় জমান বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য। কথা ছিল বেলা ২ টায় আসবেন কিন্তু আসলেন রাত তিনটায়। শ্রীমঙ্গল শহর তখনও লোকে লোকারণ্য। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু আপ্লুত হন। বঙ্গবন্ধু সে সময় উঠলেন আব্দুল আলী সাহেবের বাসায়।	মানচিত্রে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু - সিলেটে বঙ্গবন্ধু, গোবিন্দরায় সুমন, সিলেটের জনপদ, ১৫ আগস্ট ২০১৯, www.sylhetjanapad.tv ভিজিট: ২১ মার্চ ২০২১
৬২.	মৌলভীবাজার শাহমোস্তোফা সড়কের ওয়াবদা রেষ্ট হাউস	মে ১৯৬৯	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের প্রথম মৌলভীবাজার এসেছিলেন। উঠেন শহরের বর্তমান শাহমোস্তোফা সড়কের ওয়াবদা রেষ্ট হাউসে। তাঁর আগমন ও আয়োজনের মূল ব্যবস্থাপক ছিলেন ওই সময়ের আওয়ামী লীগের সংগঠক মির্জা আজিজ আহমদ বেগ।	মানচিত্রে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু - সিলেটে বঙ্গবন্ধু, গোবিন্দরায় সুমন, সিলেটের জনপদ, ১৫ আগস্ট ২০১৯, www.sylhetjanapad.tv ভিজিট: ২১ মার্চ ২০২১
৬৩.	মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	১৯৭০ এবং ১৯৭৩	১৯৭০ সালে সারাদেশে নির্বাচনী প্রচারের এক পর্যায়ে মৌলভীবাজারে এসে রাত্রি যাপন করেন বঙ্গবন্ধু। পরদিন কুলাউড়া জুড়ী বড়লেখা ও টেংরাবাজার জনসভা শেষে মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে শেখ মুজিব পাকিস্তানের শোষনের ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরেন। স্বাধীনতা পর ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু আবারো মৌলভীবাজার আসেন। তখনোও সরকারি স্কুল মাঠে বক্তৃতা রাখেন। সে দিন স্কুলের মাঠ সহ চার দিকের রাস্তাঘাট, দোকানের চাল, গাছের ঢাল সর্বত্র কেবল মানুষ আর মানুষ।	মানচিত্রে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু - সিলেটে বঙ্গবন্ধু, গোবিন্দরায় সুমন, সিলেটের জনপদ, ১৫ আগস্ট ২০১৯, www.sylhetjanapad.tv ভিজিট: ২১ মার্চ ২০২১
৬৪.	মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপ	১৯৬৯	বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও চারজন। সোনাদিয়ায় অবস্থান করেছিলেন মাত্র দু'দিন। ছিলেন সোনাদিয়া দ্বীপের পূর্বপাড়ায় প্রয়াত আছত আলীর বাড়ি। এই বাড়িতে চারটি ঘর ছিল। এরমধ্যে একটি ছিল বাংলো। এই বাংলো ঘরের ভেতরে একটি ছোট্ট খাটে ঘুমাতেন বাঙালির এই নেতা। খুব ভোরে ঘুম ভাঙত তার। আছত আলীসহ তৎকালীন মুরব্বিদের সঙ্গে নানান বিষয় নিয়ে আলাপে সময় কাটাতেন অধিক রাত অবধি।	বঙ্গবন্ধু এসছিলেন যে দ্বীপে, রফিকুল ইসলাম, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম ভিজিট: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৬৫.	গাইবান্ধার ভগবানপুরে বঙ্গবন্ধু	১৯৭০ সাল	১৯৭০ সালের নির্বাচনী সফরে বঙ্গবন্ধু যখন রংপুরে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁর অন্যতম প্রিয় সহযোদ্ধা আজিজার রহমান সরকারের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। কারণ, তিনি আজিজার রহমান সরকারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন	দৈনিক প্রথম আলো, ৫ আগস্ট ২০২১

			এবং ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর সেই আগমন স্মৃতি এবং এক মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকের জন্মের কারণে ভগবানপুর গ্রাম পলাশবাড়ীর প্রায় সবার কাছেই পরিচিত।	
৬৬-৬৭	খুলনার পাইকগাছা ও উপজেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড রেস্ট হাউজ	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২	১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু মোংলা পোর্টের একটি বিশেষ লঞ্চযোগে পাইকগাছা সফর করেন। এ সময় তিনি তার একান্ত সহোচর, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ভাষা সৈনিক ও তৎকালীন সাবেক এম.এন.এ – এম.এ গফুরকে সাথে নিয়ে উপজেলার আলমতলা-লস্কর খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় ওয়াপদার বেড়িবাঁধের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার শুভ সূচনা করেন। এসময় মোমিন উদ্দীন, মুক্তিযোদ্ধা স.ম. বাবর আলী ও শেখ শাহাদাৎ হোসেন বাচ্চুসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু উপজেলা সদরের পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজে বিশ্রাম নিয়ে ঢাকায় ফিরে যান।	সমাজের কথা (খুলনার দৈনিক পত্রিকা), পাইকগাছায় বঙ্গবন্ধু ইকোপার্ক নির্মাণ কাজের আজ উদ্বোধন, আব্দুল আজিজ, খুলনা, ১০ অক্টোবর ২০১৯
৬৮.	দিনাজপুর বড় ময়দান	১ এপ্রিল ১৯৭২	১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু দিনাজপুরে আসেন। সেই সময় দিনাজপুর বড় ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। মুজিবনগর সরকারের পশ্চিম জোনের চেয়ারম্যান হিসেবে এবং দিনাজপুর সদরের এমপি হিসেবে এম আব্দুর রহিম জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। এম আব্দুর রহিম রাজনৈতিক কারণে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হয়েছিলাম। মার মনে আছে যে, বঙ্গবন্ধু একবার রামসাগরে রাত যাপন করে পরদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় বর্তমান পুলহাট ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক কবীর চৌধুরীর পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্য রামসাগরে খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমরা জানতাম যে, তিনি আওয়ামী বিদ্বেষী এবং মুসলিম লীগের গোঁড়া সমর্থক। তাই আমি এবং আরো কয়েকজন বঙ্গবন্ধুকে ঐ খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দেই। তিনি আমাদের সেই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং বিনয়ের সাথে পুলহাট ইন্ডাস্ট্রিজের মালিককে তার খাবার নিয়ে যেতে বলেন। আমার একটি বিশেষ স্মৃতিময় মুহূর্ত হলো এই যে, বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তার সাথে রাজশাহী ডিভিশনে ৫ দিনের একটা ট্যুর প্রোগ্রামে ছিলাম। এই ট্যুরের সময় একদিন জ্যোস্না রাতে বঙ্গবন্ধুকে তার কোনো দুঃখের কথা জানানোর জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আমার অনুরোধে তিনি হেসে দিয়ে তার দুঃখের এই কাহিনী বলেন,	দৈনিক জনতা, ২ নভেম্বর ২০১৬, আজহারুল আজাদ জুয়েল (সাংবাদিক), দিনাজপুর বঙ্গবন্ধু (উপসম্পাদকীয়)
৬৯-৭০	দিনাজপুরের বালুরঘাট এবং কুমারগঞ্জ	১৯৪৬	উপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। পাকিস্তান ইস্যুতে ঐ নির্বাচন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঐ নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ফরিদপুর জেলায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ফরিদপুরে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জয়লাভ	দৈনিক জনতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬, আজহারুল আজাদ জুয়েল (সাংবাদিক), দিনাজপুর বঙ্গবন্ধু (উপসম্পাদকীয়)

			করলে কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মূল নির্বাচনের কিছুদিন পর একটি উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন দিনাজপুরের বালুরঘাট-কুমারগঞ্জ আসনে। ঐ নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী ছিলেন মোজাফফর রহমান। দলীয় নির্দেশে ঐ উপ-নির্বাচনে মোজাফফর রহমানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা যুক্ত হন বঙ্গবন্ধু। তিনি বাই-সাইকেলযোগে বালুরঘাট-কুমারগঞ্জের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন। তিনি ঐ এলাকার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সভা করেছিলেন। মোজাফফর রহমান বিজয়ী হয়েছিলেন।	
৭১.	দিনাজপুরের বড়মাঠ	মে ১৯৬৬	১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ হতে ৮ মে পর্যন্ত সারাদেশে ৩২টি জনসভায় জনগণের সামনে ছয় দফার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগঠিত করতে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, তেঁতুলিয়া সফর করেন। আওয়ামী লীগের **উদ্যোগে দিনাজপুর বড় মাঠে** ছয় দফার পক্ষে জনসভা করা হয়। জনসভায় বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এড. রহিমউদ্দিন আহমেদ। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এড. আব্দুর রহমান চৌধুরী।	দৈনিক জনতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬, আজহারুল আজাদ জুয়েল (সাংবাদিক), দিনাজপুর বঙ্গবন্ধু (উপসম্পাদকীয়)
৭২-৭৩	দিনাজপুরের বোস্তান সিনেমা হল, লিলি সিনেমা হল, মডার্ণ সিনেমা হল এবং আমবাড়ি (দৌলতপুর)	১৯৬৯	১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই মামলার আসামি ও গ্রেফতার করা হয়। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে জনগণ ফুঁসে উঠলে সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান। ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। গণঅভ্যুত্থানে সামরিক স্বৈরাচার আইয়ুব খানেরও পতন ঘটে। কারামুক্তির পর বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলা সফর করেন। ১৯৬৯ সালে **বোস্তান সিনেমা, লিলি সিনেমা ও মডার্ণ সিনেমা** হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন সমূহের ৩টি পৃথক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। প্রতিটি সমাবেশ এক ঘণ্টা করে হয় বলে জানান তৎকালীন ছাত্রলীগের প্রভাবশালী নেতা দিনাজপুর শহরের মুন্সীপাড়া নিবাসী মোজাফফর হোসেন খান (মজু খান)। **বোস্তান সিনেমা** হলের কর্মী সভায় জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি এড. আজিজুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইউসুফ আলী। বঙ্গবন্ধু বিকাল বেলা দিনাজপুর হতে ফুলবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। বিকাল ৪টা হতে সাড়ে ৪টার দিকে **আমবাড়ি পৌঁছালে** স্থানীয় জনগণ তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করে। আমবাড়িতে তার সম্মানে এমন একটি তোরণ নির্মাণ করা হয় যার মাথায় ৬টি তারা (কাপড়ের তৈরী নক্ষত্র) ছিল। ছয়টি তারা ছয় দফার প্রতীক হিসেবে সাজানো হয়েছিল তোরণটিতে। এ কারণে তোরণের নাম পড়ে গিয়েছিল 'ছয় তারা গেট।' এখানে নাসরিন নামের একজন শিশুর দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে পুষ্প মালা দিয়ে বরণ করা হয়েছিল। নাসরিনের পিতার নাম মহসীন আলী, সাং-	দৈনিক জনতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬, আজহারুল আজাদ জুয়েল (সাংবাদিক), দিনাজপুর বঙ্গবন্ধু (উপসম্পাদকীয়)

			দৌলতপুর, আমবাড়ি। আমবাড়িতে জাতীয় তরুণ সংঘ নামে একটি ক্লাব ঘরে বক্তব্য রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু।	
৭৪.	নাটোর কানাইখালী মাঠ	১৯৬২	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের মাঝামাঝি পর্যায়েও জনসভা ও ত্রাণ বিতরণসহ নানা কারণে বেশ কয়েকবার নাটোরে আসেন। তন্মধ্যে ১৯৬২ সালের দিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে তিনি নাটোরে আসেন। সেবার নাটোর কানাইখালী মাঠের দক্ষিণ গোল পোস্টের ১৫/২০ হাত সামনে তাঁদের জনসভার জন্য বেশ বড় ধরণের স্টেজ স্থাপণ করা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে খয়রাত হোসেন, শেখ মুজিবুর রহমান, সাবেক চীফ মিনিস্টার আতাউর রহমান খান, চীফ মিনিস্টার আবুল হোসেনসহ অনেকেই সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।	বঙ্গবন্ধুর নাটোর আগমন, খালিদ বিন জালাল, নাটোরটয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ আগস্ট ২০১৫ ভিজিট: ১০ আগস্ট ২০২১
৭৫-৭৬	নাটোর সি.এন্ড.বি-র ডাক বাংলো এবং কানাইখালী মাঠ (নাটোর শহর)	১৯৬৭	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৭ সালের কোনো একদিন 'খুলনা মেল ট্রেন' যোগে পার্বতীপুর থেকে প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে নাটোর রেল স্টেশনে নামেন। এরপর তিনি ওখান থেকে রিক্সা যোগে সরাসরি নাটোর সি.এন্ড.বি-র ডাক বাংলো-তে ওঠেন । তারপর নাটোর এন.এস. কলেজের ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ এবং মহকুমা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের সাথে সেখানে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা সারেন তিনি। তখন নাটোর এন. এস. কলেজের পক্ষ থেকে ভিপি রেজা-উন-নবী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম এবং প্রমদ সম্পাদক এনামূল হক-ও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । অপরদিকে নাটোর মহকুমা আওয়ামী লীগের পক্ষে মরহুম আশরাফুল ইসলাম, প্রয়াত শংকর গোবিন্দ চৌধুরী, মরহুম সৈয়দ মোতাহার আলী, মরহুম রমজান আলী প্রামানিক, মরহুম রব্বু খান চৌধুরী,মরহুম আ.খ.ম.আনিস শেখ,মরহুম গোলাম কিবরিয়া, মরহুম ওয়াজেদ আলী দুলু, মরহুম সিদ্দিক হোসেন, মরহুম রহমত উল্লাহ সরকার বাদলসহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এসময় তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর, তাজউদ্দিনসহ আরও অনেকে। নাটোর সি এন্ড বি-র ডাক বাংলোর অনুষ্ঠান শেষে তিনি একা রিক্সার ওপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘপথের পাশে দাঁড়ানো জনতার উদ্দেশে হাত নাড়তে নাড়তে নাটোর শহরের মধ্যে দিয়ে কানাইখালী মাঠ অভিমুখে রওনা হন।	বঙ্গবন্ধুর নাটোর আগমন, খালিদ বিন জালাল, নাটোরটয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ আগস্ট ২০১৫ ভিজিট : ১০ আগস্ট ২০২১
৭৭.	নাটোর কানাইখালীর কাঁচুউদ্দিন মোক্তার-এর বাড়ি	মার্চ ১৯৬৯	১৯৬৯ সালের কোনো একদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে রেক্সিনের হুড বিশিষ্ট এক সবুজ রঙ্গের জিপে করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা থেকে নাটোর পৌঁছেন। তিনি ওঠেন নাটোর কানাইখালীতে ঢাকা রোড সংলগ্ন সাবেক এম.পি.এ. কাঁচু উদ্দিন মোক্তার-এর বাসায়। ওই দিন বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন তাজউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মনসুর, কামরুজ্জামান ও তাঁর গাড়ির ড্রাইভার। সকলের পরনে ছিল পাঞ্জাবী ও পায়জামা। কাঁচুউদ্দিন	বঙ্গবন্ধুর নাটোর আগমন, খালিদ বিন জালাল, নাটোরটয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ আগস্ট ২০১৫ ভিজিট : ১০ আগস্ট ২০২১

			মোক্তার-এর সেই বাসার দুটি জানালা ছিল ঢাকা রেডের দিকে। খেলা শেষে আমরা দেখেছিলাম যে, কাঁচুউদ্দিন মোক্তার-এর সেই বাসায় অতি গরমের কারণে তখন তাঁরা পাঞ্জাবী খুলে কেবল গেঞ্জি গায়ে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে সিলিং ফ্যানের বাতাস খাচ্ছিলেন এবং সে সময় তাঁদের কেউ কেউ হাত পাখাও হাঁকাচ্ছিলেন । তার পরেই তাঁরা নাস্তার কাজটি সারেন এবং ওখানেই রাতের খাবার খান এবং রাত্রী যাপনও করেন। রাতের খাবার খেতে খেতে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই কাঁচু! বৌ-মাকে বলিস, সকালে যেনো **আউসের চালের খিঁচুড়ি আর ডিম ভাজি করে। আমরা কিন্তু সকালেই রাজশাহী চলে যাব।" কাঁচু উদ্দিন মোক্তা**র সেই মতোই ব্যবস্থা নেন । সকালের খাওয়া-দাওয়া শেষে তাঁরা রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হন । ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা-কে পাকিস্তানী সেনা সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে। সম্ভবত সেই ঘটনার জন্যই তিনি সেদিন স্বদলবলে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে যান বলে ধারণা করা যায়।	
৭৮-৭৯	নাটোর বোর্ডিং হাউজ এবং সিংড়া ডাক বাংলো	এপ্রিল ১৯৭০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭০ সালের বৈশাখ মাসে সকাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে নাটোর পৌঁছেন এবং নাটোর বোর্ডিং হাউসে ওঠেন তিনি । ওখানে স্বল্পকালীন বিশ্রামের পর সিংড়ায় সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে সিংড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সিংড়ায় পৌঁছলে, কাউন্সিল মুসলিম লীগের 'চৌগ্রাম ইউয়িন পরিষদ'-এর চেয়ারম্যান ফজলার রহমান তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন । সেদিন সিংড়ার ডাক বাংলোতে ওঠেন তিনি।তারপর তিনি সিংড়া বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং দুর্গতদের মাঝে ত্রাণবস্ত্র বিতরণ করেন তিনি। এরপর সিংড়া ডাকবাংলোতে ফিরে আসেন এবং ওখানে তাঁর সম্মানে আয়োজিত লাঞ্চে সফর সঙ্গীদের নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন তিনি । সেদিন সিংড়া থেকে প্রায় বিকাল তিনটার দিকে নাটোর বোর্ডিং হাউসে ফিরে আসেন তিনি । সে সময় তার সফর সঙ্গী ছিলেন তোফায়েল আহম্মদ, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সাধারণ সম্পাদিকা নুরজাহান মোর্শেদ, নাটোরের সাইফুল ইসলাম, সিংড়ার মরহুম আশরাফুল ইসলাম, নাটোর শহরের হাফরাস্তার মজিদ খান, ফৌজদারীপাড়ার মরহুম আমিনুল ইসলাম গুন্টু, ফৌজদারীপাড়ার আকরাম হোসেন পচু, ফৌজদারীপাড়ার নাজমুল হক লালা,গাড়ীখানার মজিবর রহমান রেজা, ফৌজদারীপাড়ার শেখর দত্ত, কান্দিভিটার মজিবর রহমান সেন্টু, চৌধুরীবাড়ীর সেলিম চৌধুরী, উত্তর আলাইপুর এলাকার গোলাম মোস্তফা, আবুল ফজলসহ আরও অনেকে ।	বঙ্গবন্ধুর নাটোর আগমন, খালিদ বিন জালাল, নাটোরটয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ আগস্ট ২০১৫ ভিজিট : ১০ আগস্ট ২০২১

৮০.	উত্তরা গনভবন, নাটোর	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২	১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠক উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসেন উত্তরা গণভবনে। সেদিনের বৈঠকে তিনি বলেন, “নাটোর আমার আবাসস্থল। আমি এটাকে নামকরণ করেছি ‘উত্তরা গণভবন’। এখানে মিটিং হবে আর হেলিকপ্টারে সেই সংবাদ প্রচারের জন্য ঢাকায় পাঠাতে হবে সেটা হতে পারে না।” তাই তথ্যমন্ত্রীকে নাটোরে একটি পূর্ণাঙ্গ টিভিকেন্দ্র ও আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের জন্য তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন তিনি এবং সেটা আগামী এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার কথাও বলেন তিনি। এরপর ওই দিন বিকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাটোর শহরের বড় হরিশপুর এলাকার ওয়াপদা মাঠে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। তখন সিংড়া থানার এম.এন.এ ছিলেন শেখ মোবারক হোসেন সাবেক প্রিন্সিপাল রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী। উক্ত সভায় মরহুম আশরাফুল ইসলাম-ই সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গবন্ধু সেদিনের সভায় জনতার ঢেউ দেখে দারুণ বিস্ময়াভিভুত হয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাটোরের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম আব্দুস সাত্তার খান চৌধুরী মধু মিয়া ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেন। এরপর সেখান থেকে তাঁকে সোজা নিয়ে আসা হয় তৎকালীন নাটোরের এস.ডি.ও-র চেম্বারে। তারপর রাত নয়টার দিকে তাঁকে নেয়া হয়েছিল নাটোর জেলখানায়।পরবর্তীতে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় রাজশাহী জেলে । সেখানে ২৭ মাস থাকেন তিনি ।এরপর ১৯৭৪ সালের সম্ভবত আগস্ট অথবা অক্টোবর মাসের কোনো এক দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসেন নাটোর উত্তরা গণভবনে । কথা প্রসঙ্গে তিনি নাটোর শহরের শংকর গোবিন্দ চৌধুরী এবং মরহুম আশরাফুল ইসলাম-এর কাছে জানতে চান, “মধু মিয়া কোথায় ?” তখন কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর তাঁর উভয়েই বলে ওঠেন “তিনি রাজশাহী জেলে আছেন।” বঙ্গবন্ধু তখন ওই দুজনকে উদ্দেশ্য করে বকাবকিও করেন এবং বলেন, “মধু মিয়ার মতো মানুষ জেলে অথচ তোমরা আমাকে সে কথা জানাও নি।” বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল- কে ফোন করে বলেন, “আমি আব্দুস সাত্তার খান চৌধুরী মধু মিয়া-কে ছেড়ে দিতে চাই।” তখন আব্দুল মালেক উকিল বলেন,‘স্যার! বেশ কিছু Formalities আছে।’ তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “Damn your Formalities, I am Prime minister speaking,. তাঁকে ছেড়ে দাও।” এই ঘটনার পরপরই ডিসি আব্দুর রউফ রাজশাহীর জেলখানা থেকে আব্দুস সাত্তার খান চৌধুরী মধু মিয়া-কে দুপুরের দিকে উত্তরা গণভবনে নিয়ে আসেন।সেদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে মরহুম আব্দুস	বঙ্গবন্ধুর নাটোর আগমন, খালিদ বিন জালাল, নাটোরটয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ আগস্ট ২০১৫ ভিজিট : ১০ আগস্ট ২০২১

			সাত্তার খান চৌধুরী মধু মিয়া-ও উত্তরা গণভবনেই দুপুরের খাবার খান । তারপর প্রায় ২ ঘন্টার মতো তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে নানা বিষয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ আলাপ করেন। এরপর তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার দিকে নাটোরের এস.ডি.ও. গিয়াসউদ্দীন পাঠান নিজ গাড়িতে করে তাঁকে তাঁর বাসভবনে পৌঁছে দেন। ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর নাটোর কানাইখালী মাঠে জেলা আওয়ামী লীগের এক সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় বর্তমান এমপি অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল ও সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ফারুক খান বলেন," আমি ভাগ্যবান। ১৯৭২ সালে উত্তরা গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- কে আমি গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলাম।"	
৮২-৮৩	রংপুর ডাক বাংলো এবং রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি	১৫-১৬ আগস্ট ১৯৫২	১৯৫২ সালের ১৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রংপুর রওনা হন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি কামারুজ্জামান ও বাদশা মিয়া। তিনি পরের দিন ১৬ আগস্ট দুপুর ২টায় রংপুর পৌঁছান। স্টেশনে তাদের স্বাগত জানান শাহ আব্দুল বারী, মাসুদুল হক, হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ফজলুর রহমান ও রংপুরের অন্যান্য নেতা। তারা **রংপুর ডাকবাংলোয়** গিয়ে ওঠেন। বিকালে **রংপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে** একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় ২ হাজার লোকের উপস্থিতি দেখা যায়। বিকাল ৫.৪০ সভা শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা ৭.১৫ পর্যন্ত।	ড. আতিউর রহমান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের সময়, ২৪ জুন ২০২০, লিঙ্ক https://www.bangabandhuonline.org/11241/
৮৪.	হজরত শাহ সুলতানের মাজার	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩	১৯৭৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী সফর শুরু করেন টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় দুই দিনব্যাপী গণসংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি সফর সূচি শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর এই সফরে প্রথমে তিনি সকালে টাঙ্গাইলে জনসভা করেন এবং ঐদিন দুপুর ১২ টায় জামালপুরে এক জনসভায় ভাষণ দেন। তারপর তিনটায় ময়মনসিংহে জনসভা করেন এবং এখানে রাত্রিযাপন করেন। পরেরদিন অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি নেত্রকোণায় যান। নেত্রকোনায় এসে প্রথমেই তিনি হজরত শাহ সুলতানের মাজার জিয়ারত করেন।	দৈনিক ইত্তেফাক, ইত্তেফাক রিপোর্ট (প্রথম পাতা), ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, ভিজিট: আরকাইভস, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৮৫.	বেতবুনিয়া স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন	১৪ জুন ১৯৭৪	১৯৭৫ সালের ১৪ জুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে উদ্বোধন হওয়া বেতবুনিয়া ভূউপগ্রহ কেন্দ্র সর্বপ্রথম সারাবিশ্বের সঙ্গে সদ্য - স্বাধীন বাংলাদেশের যোগাযোগের সুদূরপ্রসারী ভিত রচনা করেছিল। এর সূত্র ধরে দেশ আজ মহাকাশ পাড়ি দেবার দ্বারপ্রান্তে। জাতির পিতার স্মৃতিবিজড়িত সেই বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের পাশেই পাঁচ একর জায়গার ওপর গড়ে তোলা হয়েছে'বেতবুনিয়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন২-'। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, হংকং, ওমান, পাকিস্তান, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন,	বাংলাদেশ জার্ণাল, বেতবুনিয়া থেকে ফ্লোরিডা, ১১ মে ২০১৮

			জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মুম্বাই অর্থাৎ মোট ১১টি দেশের সঙ্গে টেলিফোন ডাটা কমিউনিকেশন, ফ্যাক্স, টেলেক্স ইত্যাদি আদান প্রদান করা হয়।- স্থানীয় নাগরিক আবদুল মান্নানের কাছে বেতবুনিয়া উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধনের দিনটি এখনো 'সেরা'। তিনি বলেন, 'চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়। ওইদিন জনমানবহীন পাহাড়ও লোকারণ্য হয়ে পড়ে। বাগানে বসেই বঙ্গবন্ধু চাপান করলেন। অদূরে শুয়ে থাকা - একটি কুকুরকে দেখে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুইও আমার মতো ভুখা? হাতের বিস্কুট ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'নে খা'। মান্নান বলেন, '১৯৭৫ সালের ১৪ জুন। ওইদিন সকাল ১১টায় বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূকেন্দ্রের প্রথম - গেটে একটি হাতি বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাকে ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। বেজায় খুশি হলেন তিনি। বহর নিয়েই এলেন উদ্বোধনস্থলে। প্রচুর সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি উদ্বোধনী মঞ্চ ঘিরে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে উদ্বোধন করে মোনাজাত করলেন বঙ্গবন্ধু। তারপর অফিসের ভেতরে সবটুকু ঘুরে দেখলেন। সবশেষে ফিরে গেলেন। কিন্তু সেই যাত্রাই যে শেষ যাত্রা কে জানতো?'	
৮৬-৮৯	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসা মাঠ, রাজশাহী পুলিশ একাডেমী এবং রাজশাহী সার্কিট হাউজ	৯-১০ মে ১৯৭২	১৯৭২ সালের ৯ মে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ শামসুজ্জোহা স্মৃতিতে **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের** ভিত্তিপ্রস্তরের স্থাপন করেন। ১০ মে **রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসা মাঠে** বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। সেই মাঠে বঙ্গবন্ধু'কে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল।তিনি সেখানে সমাজতন্ত্র অনুযায়ী দেশ চালানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তারপর **বঙ্গবন্ধু রাজশাহী পুলিশ একাডেমিতে পুলিশ** সমাবর্তনে ভাষণ দেন। তিনি পুলিশের প্রতি নিস্বার্থভাবে জনগনণর সেবা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারপর পুলিশ একাডেমীতে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। ঐদিন রাতে তিনি **সার্কিট হাউজে থাকেন**। পরবর্তী দিন হেলিকপ্টারে করে পাবনার উদ্দেশে রওনা দেন।	বঙ্গবন্ধুর রাজশাহী সফর, আনারুল হক আনা, দৈনিক উত্তরকাল , সম্পাদকীয়, ১৫ আগস্ট ২০১৯
৯০-৯২	অস্টগ্রাম, ইটনা এবং নিকলী হাওর	৫-১০ অক্টোবর ১৯৭০	১৯৭০ সালের ৫-১০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু সিলেটের নাসির নগর হয়ে বর্তমান কিশোরগঞ্জের অস্টগ্রাম, নিকলী এবং ইটনায় এবং বর্তমান নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে জনসভা শেষ করে ময়মনসিংহ হয়ে ট্রেনযোগে ঢাকায় আসেন। বঙ্গবন্ধুর এই সফরের বিষয়ে সেই সময় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ৫ অক্টোবর 'শেখ মুজিবের হাওড় অঞ্চলে নির্বাচনী সভা' শীর্ষক সফরসূচিসহ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথমে তিনি চট্টগ্রাম মেলযোগে ৪ অক্টোবর মেলযোগে কুমিল্লা, সিলেট এবং ময়মনসিংহ সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে রওনা দেন। তিনি এ সফরের সময় কুলিয়ারচর, চাতলপুর, নাসিরনগরে জনসভা করেন। ৬ অক্টোবর সকাল ৮টা তিনি অষ্টগ্রাম, দুপুর ১২ টায় নিকলী এবং বিকাল ৪টায় ইটনায় জনসভা	দৈনিক সুনামকন্ঠ, ৩১ মার্চ ২০২১

			করেন। ৯ অক্টোবর জাগলাজুর, রাজাপুন এবং বিকালে ধর্মপাশায় জনসভা করেন। ১০ অক্টোবর মোহনগঞ্জ জনসভা করে ঐ দিন ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে বঙ্গবন্ধুকে বারহাট্টা, ঠাকুরাকোনা, নেত্রকোণা এবং শ্যামগঞ্জে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সাথে এ সফরে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈদয় নজরুল ইসলাম এবং সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম. এ. সামাদ।	
৯৩.	কুমিল্লা সেনানিবাস	১ জানুয়ারি ১৯৭৫	১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি **কুমিল্লা সেনানিবাসে** বাংলাদেশ সামরিক একাডেমির প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। এতে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই জন্যেই আজ বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি স্থাপিত হয়েছে। আমি স্মরণ করি সেই সমস্ত শহীদ ভাইদের- যারা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি স্মরণ করি, বাংলার ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছে। আজ সত্যিই গর্বে আমার বুক ভরে যায় এই জন্যেই-বাংলাদেশের মালিক আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ। সেই জন্যেই সম্ভব হয়েছে আজ আমার নিজের মাটিতে একাডেমি করা।	কুমিল্লায় বঙ্গবন্ধু, আবুল কাশেম হৃদয়, কুমিল্লার কাগজ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ https://www.comillarkagoj.com/2020/02/25/102946.php
৯৪.	কক্সবাজার সৈকতে বঙ্গবন্ধু	১০ জানুয়ারি ১৯৭৫	রাজনৈতিক জীবনের পুরোটা সময় মানুষের দুঃখ-দুর্দশার খবর নিতে সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজারেও এঁকেছেন নিজের পদচিহ্ন। কক্সবাজারের সিনিয়র সাংবাদিক তোফায়েল আহমদ জানান, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম ১৯৫৮ সালে কক্সবাজার সফর করেন। সর্বশেষ ১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারি কক্সবাজার সফর করেছিলেন তিনি। এভাবে তিনি বিভিন্ন কারণে ১৩ থেকে ১৪ বার কক্সবাজার এসেছিলেন।’ কক্সবাজারকে ঘিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করে সাংবাদিক তোফায়েল আহমদ আরও জানান, ওই সময়ে তিনি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বালুকাময় ১০০ একর জমিতে ঝাউগাছ বনায়নের নির্দেশনা দেন বনবিভাগকে। এ কারণে প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা এবং সৈকতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে। কক্সবাজারের তরুন লেখক কালাম আজাদ তার একটি গ্রন্থে লিখেছেন, ‘স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১২ বার কক্সবাজার সফর করেছেন। কক্সবাজারের	বাংলা ট্রিবিউন, আবদুল আজিজ, কক্সবাজার, ০৭ মার্চ ২০২১, ১১:০০

			রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অনবদ্য। ১৯৬৯ সালে কক্সবাজার সফরের এক পর্যায়ে সমুদ্র সৈকত ঘুরে দেখেন তিনি। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় অন্তত ১২ বার কক্সবাজার সফর করেছেন তিনি।	
৯৫.	কক্সবাজার পর্যটন সাগরিকা রেস্তোরাঁ	১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় অন্তত ১২ বার কক্সাবাজর ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ১৯৫৮ সালে প্রথম কক্সবাজার ভ্রমণ করেছিলেন। তারপর ১৯৭৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) পরিচালিত সাগরিকা রেস্তোরাঁয় বসে সুধী সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি কক্সবাজার সী-বীচ এলাকায় ঝাউ গাছ লাগানোর জন্য সদয় নির্দেশনা প্রণয়ন করেন। সে সময় সাগরিকা রেস্তোরাঁ বঙ্গবন্ধুর সম্মানে একটি বিশেষ মেন্যু প্রণয়ন করে উপস্থাপন করলে তিনি তাতে সদয় স্বাক্ষর প্রদান করেন।	ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকা ৭ মার্চ ২০২১ তারিখে মোঃ নজরুল ইসলাম,মুক্তিযোদ্ধা এবং সভাপতি, জেলা আওয়ামীলীগ, কক্সবাজার এর প্রকাশিত সাক্ষাতকার। (অনলাইন ভিজিট ২১ মার্চ ২০২১)
৯৬-৯৯	কুমিল্লা টাউন হল মাঠ, কুমিল্লার হাউজিং এষ্টেট, কুমিল্লা চৌয়ারা এবং কুমিল্লা রেসকোর্স	২৩ জানুয়ারি ১৯৭০ এবং ৬ জুলাই ১৯৭২	বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় প্রথম বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন **কুমিল্লা টাউন হল মাঠে** ১৯৭০ সালের ২৩ জানুয়ারি। এটি বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার জনসভা হিসেবে সমাদৃত। সর্বশেষ ১৯৭২ সালের ৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কুমিল্লায় বঙ্গবন্ধুর একমাত্র জনসভাটি হয় **কুমিল্লার হাউজিং এষ্টেট** এলাকায় **কেটিসিসিএ** লিমিটেডের সামনে। এই দুইটি বড় জনসভা আর সেনানিবাসে সামরিক একাডেমির প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে ও কুমিল্লার পুলিশ লাইনের প্যারেডে অংশ নেয়া ছাড়াও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কুমিল্লায় অগণিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন। এ সব পথসভায় অনেকগুলোই জনসভায় রূপ নেয়। চট্টগ্রামে ৬ দফা ঘোষণার পর ঢাকা যাওয়ার পথে **কুমিল্লার চৌয়ারাতেও** পথসভায় বক্তব্য রাখেন। পথসভাটিতে এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে যে তা জনসভায় রূপ নেয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লায় সব মিলিয়ে কতবার এসেছেন তার পরিসংখ্যান দেয়াও কঠিন এবং অসম্ভব। কেননা ঢাকা থেকে সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসা যাওয়ার পথে প্রায়ই তিনি কুমিল্লায় অবস্থান করতেন। বিশেষ করে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সে সময় তিনটি ফেরি থাকায় এবং রাত ১০টায় ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় হলে তিনি কুমিল্লায় থেকে যেতেন। আর বেশিরভাগ সময় তিনি উঠতেন কুমিল্লা শহরের রেইসকোর্সে কুমিল্লা জেলা আওয়ামীলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আহমেদ আলীর বাসায়।	কুমিল্লায় বঙ্গবন্ধু, আবুল কাশেম হৃদয়, কুমিল্লার কাগজ, ১৫ আগস্ট ২০১৭ https://www.comillarkagoj.com
১০০.	খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ	৩ জুলাই ১৯৭২	খুলনার ইতিহাস ও ঐতিহ্য গবেষক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনি বলেন, ১৯৭২ সালে খুলনার সার্কিট হাউস মাঠে এক জনসভায় বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর তিনি খুলনা মহিলা কলেজে যান। এখানে একিটি নারকেল গাছ রোপন করেন। এখন	খুলনায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত নারকেল গাছ, শেখ-আল-এহসান, দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০১৬

			খুলনায় তাঁর একমাত্র স্মৃতি বলতে আছে মহিলা কলেজে লাগানো ওই নারকেলগাছটিই। ওই সময় খুলনা মহিলা কলেজের ছাত্রীসংসদের ভিপি ছিলেন মলয়া রায়। তিনি কলেজের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে গত বছর প্রকাশিত স্মরণিকায় বঙ্গবন্ধুর সেই দিনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু যেদিন মহিলা কলেজে আসেন, সেদিন ছিল ৩ জুলাই ওই সময় ... ।(১৯৭২) বঙ্গবন্ধুকে যাঁরা অভ্যর্থনা জানান, তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তৎকালীন অধ্যক্ষ আনোয়ারা বেগমের কক্ষে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপর আমার সঙ্গে কলেজে অনুষ্ঠিত ডিগ্রি পরীক্ষার কক্ষ পরিদর্শনে যান বঙ্গবন্ধু। সে সময় কয়েকটি কথা হয় তাঁর সঙ্গে। পরে নেমে এসে অফিসের সামনের ফাঁকা জায়গায় নিজ হাতে নারকেলগাছ লাগান তিনি।'	
১০১.	ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠ	২৯ জুলাই ১৯৭৪	১৯৭৪এ শেষবার যখন বঙ্গবন্ধু বন্যাদুর্গতদের - দেখতে ময়মনসিংহে আসেন, সেদিন সার্কিট হাউস মাঠের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধুও লোকবাংলার সেই প্রবাদবাক্যটি উচ্চারণ করে ক্ষুব্ধ-ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষ, কম্বল আসল আট কোটি, তাহলে আমার ভাগের কম্বলটা গেল কই? আমি আমার দুঃখী মানুষের জন্য ভিক্ষা করে আনি, আর চাটার দল সব খেয়ে ফেলে!' ১৯৭৪এর জুলাই মাসে বঙ্গবন্ধু - সিলেট ও ময়মনসিংহের বন্যাপরিস্থিতি পরিদর্শন করে বন্যাদুর্গত এলাকায় চারজন সিনিয়র অফিসার নিয়োগের নির্দেশ প্রদান করেন।	দৈনিক বাংলার বাণী ৩০ জুলাই ১৯৭৪, প্রথম পৃষ্ঠা এবং শেখ মুজিবের জন্মভূমি এবং জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার, কাগজ প্রতিবেদক, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৭ মার্চ ২০২০,
১০২.	চট্টগ্রামের দামপাড়া জহুর আহমেদ চৌধুরী বাড়ি	২ জুলাই ১৯৭৪	বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু রাজনৈতিক সহযোদ্ধা জহুর আহমেদ চৌধুরী ১৯৭৪ সালে ১ জুলাই নিও ব্রংকাইটিস রোগে আক্রান্ত তৎকালীন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং ২ জুলাই বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে চট্টগ্রামস্থ দামপাড়ায় তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়	জহুর আহমেদ চৌধুরী জীবন বৃত্তান্ত, উইকিপিডিয়া, ভিজিট: ১০ আগস্ট ২০২১